দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 25 MAY 2016
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৩
ক্যাম্পাস

উচ্চ মাধ্যমিকে নতুন শিক্ষাজীবন

সামিউল ইসলাম শোভন

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য কলেজের গণ্ডিতে পা রাখছে মাত্র স্কুল পেরনো শিক্ষার্থীরা। নতুন শিক্ষাজীবন। নিজেকে গড়ে তোলার জন্য তথা, নিজের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নকে স্পর্শ করার জন্য বড় ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া মানবিক, বিজ্ঞান আর ব্যবসায় শিক্ষার মারপ্যাঁচেও খেয় হারিয়ে ফেলে শিক্ষার্থীরা।

মাধ্যমিকে নবম-দশম শ্রেণীতে যে বিভাগে পড়ে আসে শিক্ষার্থীরা, সেগুলো নিয়েই উচ্চ মাধ্যমিকের পড়াশোনা। তবে পড়াশোনা ও শিক্ষার জায়গাটা অনেক বড়, আগের চেয়ে কঠিন একই সঙ্গে সৃষ্টিশীল। নতুন নতুন সবকিছুর সঙ্গে পরিচিত হওয়াটাও বড় একটা ব্যাপার। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের নতুন এসব তুর্কিদের জীবন গঠনের সময় হতে পারে এটি।

এ ব্যাপারে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন মোল্লাহ বলেছেন, 'আমরা সবসময়েই বলে থাকি, উচ্চশিক্ষার ও জীবন গঠনের জন্য উচ্চমাধ্যমিক থেকেই যদি শিক্ষার্থীরা না ভাবে এবং ঠিকমতো পড়াশোনা না করে তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হওয়ার সম্ভাবনাও কম থাকে। এখানে সর্বোচ্চ মেধার ব্যাবহার করা উচিত শিক্ষার্থীদের।'

খেয়াল করলেই দেখা যায়, উচ্চ মাধ্যমিকের একটা বড় অংশ মাধ্যমিকের বিভাগ পরিবর্তন করে ফেলে। অনেকে মাধ্যমিকের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না পেয়ে এমনটা করে, কেউ বা 'ক্যারিয়ার প্ল্যান' পরিবর্তন করে। দেশসেরা এই কলেজেদের প্রধান মনে করছেন এটা একান্তই শিক্ষার্থীর উপর নির্ভর করে।

তার ভাষায়, 'এমনটা বেশি হয়ে থাকে যারা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ভালো করতে পারে না তারা। আমি মনে করি, তাদের ভাবনায় যদি এটা থাকে যে বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে মাধ্যমিকের চেয়ে ভালো করতে পারবে না তাহলে পরিবর্তন করলে ক্ষতি নেই। কিন্তু আমি এমন অনেক দেখেছি যারা ভালো করেও। তাছাড়া বিভাগ পরিবর্তন করলেই যে ভালো ফলাফল হবে, সেটার কোন নিশ্চয়তা নেই। সবকিছুই নির্ভর করে শিক্ষার্থীর উপর।'

এদিকে, সেন্ট জোসেফ সেন্ট জোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ ব্রাদার রবি পিউরিফিকেশন, সিএসি জানাচ্ছেন অন্য কথা। তার মতে, বিজ্ঞান বিভাগে টিকে থাকার একটা লড়াই আছে। যেটা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বড় প্রভাব রাখে। তাই উচ্চমাধ্যমিকে কেউ যদি বিভাগ পরিবর্তন করে থাকে, সেটা কখনো কখনো সুফল বয়ে আনতে পারে।

বললেন, 'যদি বিজ্ঞান বিভাগ নিয়েই বলতে হয়, উচ্চ মাধ্যমিকের সঙ্গে মাধ্যমিকের অনেক পার্থক্য। এখানে ব্যবহারিক অনেক বেশি, পড়াশোনাটাও অন্যান্য বিভাগের চেয়ে বেশি। তাই কেউ যদি ফলাফল ভালো করার জন্য পরিবর্তন করে সেক্ষেত্রে তার উপর কিছুটা চাপ কমে, মাধ্যমিকের চেয়েও ভালো করার সুযোগ থাকে।'

প্রতি বছরেই দেশে কমছে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীর সংখ্যা। মূলত, মাধ্যমিকে দুর্বলতার কারণেই এমন অবস্থা হচ্ছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। তবে মানবিক বিভাগকেও এগিয়ে রাখছেন অনেকে।

বিভাগ যায়-ই হোক না কেন, শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য ঠিক রাখার ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছেন সেন্ট জোসেফের অধ্যক্ষ। বলেছেন, 'সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য কি। সেভাবেই তাকে এগোতে হবে। মানবিক, বিজ্ঞান কিংবা ব্যবসায় শিক্ষা এখানে মুখ্য নয়। আমি কোথায় যেতে চাচ্ছি, সেই লক্ষ্য যদি নির্ধারণ করা থাকলেই চলবে।'

নতুন কিছু শুরু করা মানেই বাঁধা আসা। সেটা শিক্ষার ক্ষেত্রেও। উচ্চমাধ্যমিকের সফলতা শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পথ বাতলে দেয়। তাই জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই পথের শেষ যেন নতুন সূর্যই ওঠে সেই কামনা থাকবে শিক্ষার্থীদের প্রতি।

জানতে হবে

- এবার সর্বোচ্চ ১০টি কলেজের জন্য অনলাইনে ও মোবাইল এসএমএসে আবেদনের সুযোগ রাখা হয়েছে। দেশের সরকারি-বেসরকারি কলেজগুলোতে ২৬ মে থেকে একাদশ শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম শুরু এবং ১০ জুলাই ক্লাস শুরু হবে।
- ২৬ মে থেকে ৯ জুন পর্যন্ত অনলাইন ও টেলিটক মোবাইল থেকে এসএমএস করে আবেদন করা যাবে। যারা ফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন করেছেন তাদেরকেও এই সময়ের মধ্যে আবেদন করতে হবে। ১৬ জুন একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে। বিলম্ব ফি ছাড়া ১৮ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ভর্তি হওয়া যাবে।
- আর বিলম্ব ফি দিয়ে ১০ থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত ভর্তি হতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। একাদশের ক্লাস শুরু হবে ১০ জুলাই। কলেজগুলোকে সংশ্লিষ্ট বোর্ডে ৭ থেকে ১৮ আগস্টের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন ফি এবং ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বোর্ডে জমা দিতে হবে ২২ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্টের মধ্যে।
- অনলাইনে ১৫০ টাকা ফি জমা দিয়ে সর্বোচ্চ ১০টি কলেজে আবেদন করা যাবে। গত বছর অনলাইনে একাধিকবার আবেদনের সুযোগ থাকলেও এবার একবারই আবেদন করা যাবে। তবে এসএমএসের মাধ্যমে আবেদন করতে প্রতি কলেজের জন্য ১২০ টাকা ফি দিতে হবে শিক্ষার্থীদের।